কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অগ্নি নিরাপত্তা

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের কারণে মৃত্যু, জখম হওয়া, যন্ত্রপাতি অচল, পণ্য সরবরাহে ধীরগতি এবং কারখানার সুনাম নষ্ট হতে পারে।

এই পুস্তিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন :

- অগ্নি নিরাপত্তা কেন জরুরি?
- সাংগঠনিক দিক
- অগ্নি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহস্থালি
- প্রশিক্ষণ
- অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি এবং কারখানার অন্যান্য নিয়ম

এই পুস্তিকাটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কিট-এর অন্তর্গত।

অগ্নি নিরাপত্তা: কেন জরুরি?

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক মারা গেছে। এছাড়া কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের কারণে মৃত্যু, জখম হওয়া, যন্ত্রপাতি অচল, পণ্য সরবরাহে ধীরগতি এবং কারখানার সুনাম নষ্ট হতে পারে।

একটি কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেখানকার অগ্নি নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্বে থাকেন। যদি কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করতে না পারে যে অগ্নি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা অগ্নি দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে দায়ী বলে গণ্য করা হবে।

এই কারণে কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করেন। বর্তমানে যে পুস্তিকা করা হয়েছে তাতে এই ব্যবস্থার মূল উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. সাংগঠনিক দিক

প্রতিটি কারখানা যেখানে কমপক্ষে ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে সেখানে অবশ্যই একজন অগ্নি নিরাপত্তা কর্মকর্তা থাকবেন। তার কাজ হবে অগ্নি, অগ্নি নিরোধক টিম/দল ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক যন্ত্রপাতির সমন্বয় করা। তিনি সেইফটি কমিটি'র সহযোগিতায় অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং অগ্নি মহড়ার আয়োজন করবেন [বিধি ৫৫ (১২); তফসিল-৪ দফা (১) ঘ এবং (৬)। বিএলআর]

কারখানার প্রতিটি শাখায় একটি করে অগ্নি নির্বাপক টিম থাকবে যেখানে সেই শাখার মোট শ্রমিকের ৬% কাজ করবে। দলের সদস্যগণ-

- অগ্নি নিরাপত্তার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ।
- ঝুঁকি মূল্যায়নে অংশগ্রহণ।
- শ্রমিকদের নিকট হতে পরামর্শ/অভিযোগ গ্রহণ এবং তা সেকশন লিডার, সেইফটি কমিটি'র সদস্য অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।
- অগ্নি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান।
- অগ্নি নির্বাপনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

সহজে শনাক্তকরণের জন্য দলের সদস্যগণ পোশাকের পেছনে "আগুন" লিখিত হলুদ রঙের শার্ট/অ্যাপ্রন পরিধান করবে। [বিধি ৫৫ (১০) এবং (১১) বিএলআর]

একজন শাখা ব্যবস্থাপকের কাজের বিবরণে এটা স্পষ্ট করা উচিত যে তার কর্ম এলাকার অগ্নি নিরাপত্তায় ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা অথবা আগুনের কারণে সৃষ্ট বিপদ এড়ানোর বিষয়গুলো সম্পর্কে খেয়াল রাখা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

নিরাপত্তারক্ষী সাধারণভাবে অগ্নি প্রতিরোধ এবং নিরাপদে কর্মক্ষেত্র থেকে স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২) অগ্নি প্রতিরোধ

২.১) নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে ঝুঁকির মূল্যায়ন

অগ্নি প্রতিরোধের প্রথম কাজ হচ্ছে নিয়মিত ঝুঁকির মূল্যায়ন নির্ণয় করা। এই মূল্যায়নের কাজ অগ্নি নির্বাপন দল ও সেইফটি কমিটি'র সমন্বয়ে করা হয়ে থাকে। [তফসিল-৪, দফা-২ (খ), ৪ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা] এটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর ঝুঁকি মূল্যায়ন হতে পারে। (পুস্তিকার ঝুঁকি মূল্যায়ন অংশ দেখুন)। ঝুঁকির মূল্যায়ন বলতে সাধারণত অগ্নিকাণ্ডের কারণ শনাক্ত ও লিপিবদ্ধকরণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিশ্চিতকরণ বোঝায়। যেমন : অগ্নি নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা। [তফসিল-৪, দফা-২ (খ) ৪ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা]

একটি দাহ্য পদার্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জ্বলতে শুরু করে।

- অক্সিজেন সর্বত্র বিদ্যমান। অগ্নিকাণ্ডের কারণ শনাক্ত বলতে দাহ্য পদার্থের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তা কাছাকাছি জায়গায় সংরক্ষণকে বোঝায়। অনেক কিছুর কারণেই কারখানায় আগুন লাগানো কিংবা আগুন লাগানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। যেমন : কাপড়, কাগজ, কাঠ, রাসায়নিক পদার্থ, কার্ডবোর্ডের বাক্স, প্লাস্টিক। গ্যাসোলিন, প্রোপেন গ্যাস, এসিটোনের মতো দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। (পুস্তিকার কেমিক্যাল সেইফটি অংশ দেখুন)
- ঝুঁকির মূল্যায়ন বলতে অতিরিক্ত অক্সিজেন সম্বলিত রাসায়নিক পদার্থ (জারক, যেমন-হাইড্রোজেন পারক্সাইড) শনাক্তকরণও বোঝায় যা আগুনের শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই বিভিন্ন পদার্থের সঠিকভাবে লেবেল ও সংরক্ষণ করাটা প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঝুঁকি মূল্যায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কারখানা এলাকায় সরকারি অগ্নি নির্বাপক দলের সহজলভ্যতা যা অভ্যন্তরীণ অগ্নি নির্বাপক দলের প্রশিক্ষণসহ দলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবেন। যেমন- অগ্নি নির্বাপক দলের জন্য জ্যাকেট, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

পরিশিষ্ট ১- অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন।

(গতানুগতিকভাবে গঠিত প্রতিকূল পরিবেশ এবং অনুরূপ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ) পরিশিষ্ট-৬ এর চেকলিস্ট দেখুন।

২.২) অন্যান্য অগ্নি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

- উন্নত গৃহস্থালি, নিয়মিত সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করা। [পুস্তিকার দফা-৪]
- প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/সনদপত্র গ্রহণ এবং তা নিয়মিত নবায়ন। [ফায়ার লাইসেন্স-ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, বিধি-৫৮ (৮) অনুযায়ী ইলেক্ট্রিসিটি সার্টিফিকেট উভয়ই বাৎসরিক নবায়ন প্রয়োজন] প্রশিক্ষণ [পুস্তিকার দফা-৫]
- কারখানার প্রবিধানসমূহ [যেমন- কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষেধ] এবং কার্যপ্রনালীসমূহ [যেমন : বয়লারের ব্যবহার, আবর্জনা পোড়ানো (পুস্তিকার দফা-৭)] গ্রহণ করা।
- কারখানায় অন্যান্য অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করা। [পুস্তিকার কর্ম দুর্ঘটনা অংশ দেখুন]

৩) অগ্নি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

কারখানায় সঠিক জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সরঞ্জামাদির সিদ্ধান্তসমূহ উপরে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রণীত আইনের পাশাপাশি মহাপরিদর্শক/ফায়ার ব্রিগেড-এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ক্রেতাবৃন্দও নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। নিচের অনুচ্ছেদসমূহ বিভিন্ন ধরনের অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জামাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

৩.১) ফায়ার অ্যালার্ম

কারখানায় এমন একটি ব্যবস্থা থাকবে যেন প্রত্যেক শ্রমিক নিরাপদে স্থানান্তরের জন্য হুঁশিয়ারি সংকেত পায়। [ধারা-৬২(৫) বিএলএ]

সবচেয়ে সহজতর উপায় হচ্ছে ম্যানুয়াল ফায়ার অ্যালার্ম (লিভার চেপে বাজানো হয়)। এই ধরনের ব্যবস্থা সাধারণত জরুরি বহির্গমন পথের কাছাকাছি এবং বাধাহীন থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ যন্ত্র প্রয়োজন।

- মাঝারি ধরনের সকল ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার (যখন গার্মেন্টস-সহ অন্যান্য সকল কারখানায় দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়) সকল অংশে। (প্রতি তলায় ১টি করা)
- দাহ্য পদার্থ (কাগজ, সুতা, তুলা, পাট, গ্রন্থাগার) সংরক্ষণের ওয়্যার হাউস। ৬ তলার অধিক অথবা ২০ মিটারের অধিক উচ্চতা সম্পন্ন ভবনে স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল উভয় ধরনের হুঁশিয়ারি সংকেতের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকারী যন্ত্র সারাক্ষণ কারখানার পরিবেশকে মনিটর করতে থাকে এবং যখন আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হুঁশিয়ারি সংকেত বেজে উঠে। সঠিক সময়ে হুঁশিয়ারি সংকেত বাজানোর জন্য উপযুক্ত ফায়ার অ্যালার্ম যন্ত্র নির্বাচন করা জরুরি। এটা নির্ভর করে কারখানায় কী ধরনের উৎপাদনের কাজ চলছে, সেখানে জেনারেটর ব্যবহারে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় নাকি সেখানে সূর্যের আলোয় কাজ চলে।

ধরন	উপকারিতা	অপকারিতা/অনুপযুক্ততা
তাপ শনাক্তকারক	অপেক্ষাকৃত কম দামি ভুল হুঁশিয়ারি সংকেতের সম্ভাবনা কম	একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার শনাক্তকারক ধীরে ধীরে কার্যকর হয়। কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এটি অধিকতর উপযুক্ত, যেমন- বয়লার রুম।
ধোঁয়া শনাক্তকারক	দ্রুততম শনাক্তকরণ	জলীয় বাষ্প
শিখা শনাক্তকারক	দ্রুততম শনাক্তকরণ	এলাকা সহজে দৃশ্যমান হতে হয়। সূর্যের আলো ও ওয়েল্ডিং কাজের জন্য উপযুক্ত নয়।
অগ্নি গ্যাস শনাক্তকারক		প্রক্রিয়াটি মাঝারি মানের দ্রুত গতিতে হয়।

একটি ভবনে এই ধরনের যন্ত্র কতটি লাগবে সেটি যন্ত্র সরবরাহকারী প্রকৌশলীরা নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রত্যেকটি যন্ত্র কতটুকু ক্ষেত্রফলের জন্য কাজ করবে তা উৎপাদনকারী উল্লেখ করে দেয়। মূল পাওয়ার সাপ্লাই কখনো বন্ধ হয়ে গেলে এই ধরনের যন্ত্রের জন্য বাইরের পাওয়ারের দরকার হয়। যেমন- ব্যাটারি।

৩.২ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র বালতি ও পানির ধারক

প্রত্যেকটি ফ্লোরে (প্রতি ১০০০ বর্গমিটার) কমপক্ষে ২০০ লিটার পানির ব্যবস্থা এবং ৪ টি ১০ লিটারের ধাতব বালতিতে বালি রাখতে হবে। এই বালতিগুলো অগ্নি নির্বাপণ ছাড়া আর অন্য কাজে যেন ব্যবহার না হয় সেজন্য বালতির গায়ে "আগুন" লিখে রাখতে হবে। যদি কারখানায় স্প্রিংক্লারের ব্যবস্থা অথবা হাইড্রেন্টের সাথে যুক্ত হোসরিলের ব্যবস্থা থাকলে তবে সেখানে বালতির ব্যবস্থা না রাখলেও হবে। [বা.শ্র.আ. ৫৫(১)]

ক। স্থানান্তরযোগ্য অগ্নিনির্বাপক

যেহেতু পানি শুধুমাত্র কাঠ অথবা কাগজের মাধ্যমে সৃষ্ট আগুন নির্বাপনে উপযোগী তাই কারখানায় অগ্নি নির্বাপক হিসেবে বালতি এবং পানির ধারক রাখা আবশ্যক।

অগ্নি নির্বাপকসমূহ যেন সহজলভ্য হয় তা কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। তার মানে হলো :

১. অগ্নি নির্বাপকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হতে হবে-

- কারখানার প্রতি ৯০ বর্গমিটারে কমপক্ষে একটি বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক থাকতে হবে।
- কমপক্ষে প্রতি ফ্লোরে একটি।
- দাহ্য পদার্থ রাখা হয় এমন স্থানে। (রান্নাঘর/সংরক্ষণের এলাকা)
- কিছু বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত অগ্নি নির্বাপক জমা রাখা।

২. এগুলো যেন সহজেই দৃশ্যমান অবস্থায় থাকে।

৩. এগুলো বাধামুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

৪. এগুলো সাধারণত বহির্গমন পথের কাছাকাছি রাখতে হবে।

উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক সহজলভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর উপযুক্ততা সাধারণত কোনো একটি জায়গায় কী ধরনের দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন :

- কঠিন দাহ্য পদার্থ যেমন : কাঠ, কাপড় এবং কাগজ।
- দাহ্য তরল যেমন : গ্যাসোলিন
- দাহ্য গ্যাস যেমন : প্রোপেন
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (ডিস্ট্রিবিউশন বক্স)
- দাহ্য ধাতব পদার্থ

ABC শুকনো পাউডার অগ্নি নির্বাপক অনেক ধরনের আগুনে ব্যবহার করা গেলেও সব ধরনের আগুনের জন্য উপযুক্ত নয়। (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট- ৩ ও ৪ দেখুন)

অগ্নি নির্বাপকসমূহ ওয়ার্কিং অর্ডার অনুসারে হওয়া আবশ্যক। (স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় উৎপাদনকারীর নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি) সূত্র : বা.শ্র.আ.- ৫৫

খ. হোস ব্যবস্থা এবং স্ট্যান্ড পাইপ ব্যবস্থা

অগ্নি নির্বাপকের ধারণ ক্ষমতা সীমিত হওয়ার কারণে এগুলো আগুন নেভানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। বা.শ্র.আ.- ৫৫ তাই একটি ভবনে অগ্নি নিরাপত্তার জন্য অন্তত একটি হোস ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (প্রতি ৮৫০ মিটারের জন্য একটি হোসরিল, বা.শ্র.আ- ৫৫(১)ঘ)

ম্যানুয়াল কাজ কমানো এবং হোসলাইন অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সময়সাধ্য ও কঠিন হওয়ায় ভবনে প্রায়ই স্ট্যান্ড পাইপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পোশাকশিল্প কারখানার ৭৫০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের বেশি ফ্লোরের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডপাইপ ব্যবস্থা অথবা স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংক্লার সিস্টেম রাখা হবে।

(সেকশন-ঘ) (সেকশন-৩,৬,২.২, "অ্যাসেসমেন্ট ফর ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সেইফটি অব এক্সিস্টিং আর এম জি ফ্যাকটরি বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ" নির্দেশিকা (see section d.) (Section 3.6.2.2. Guidelines for Assessment of Fire and Electrical Safety of Existing RMG Factory Buildings in Bangladesh).

হোস এবং স্ট্যান্ডপাইপ সিস্টেমে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে কিনা তা খেয়াল রাখা জরুরি। (পাম্প) কারখানাতে অবশ্যই ৫০০০ লিটার পানি সবসময় অতিরিক্ত জমা থাকতে হবে। বা.শ্র.আ.- ৫৫(১)ঘ), ১৫ এবং ১৬ এ সকল ব্যবস্থাসমূহ অবশ্যই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। বা.শ্র.আ.- ৫৫(১৭))

গ. স্প্রিংক্লার ব্যবস্থা

উপরে বর্ণিত তথ্যমতে পোশাকশিল্প কারখানার ৭৫০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের বেশি ফ্লোরের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডপাইপ ব্যবস্থা অথবা স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংক্লার সিস্টেম রাখা হবে। (সেকশন-ঘ) (সেকশন-৩,৬,২.২,)"অ্যাসেসমেন্ট ফর ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সেইফটি অব এক্সিস্টিং আর এম জি ফ্যাকটরি বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ" নির্দেশিকা স্প্রিংক্লার সিস্টেম এবং স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমের পার্থক্য হলো স্প্রিংক্লার সিস্টেম অধিকতর দ্রুতগতি সম্পন্ন, হোস রিল বের করার দরকার হয় না, পানি সাধারণত পূর্বে তৈরি করা পাইপের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং সিলিং-এর বিভিন্ন জায়গায় আগে থেকেই নির্দিষ্ট স্প্রিংক্লারের নোজেল লাগানো থাকে।

এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্নি নির্বাপক দল স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছড়িয়ে দিয়ে অগ্নি নির্বাপন বা আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। স্প্রিংক্লার ব্যবস্থা কার্যকর করলে উপরে বর্ণিত প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ যেমন অগ্নি শনাক্তকারক, অগ্নি নির্বাপক, বালুর বালতি পানির ধারকের পরিমাণ কমানো যেতে পারে। [বিধি-৫৫ (১) ও (৬) বিএলআর]

এমন যদি হয় ট্রাফিক জ্যাম, সরু রাস্তা ইত্যাদি কারণে কারখানায় ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছাতে সময় লাগবে এমন হয় সেক্ষেত্রে একটু বেশি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র, অগ্নি নির্বাপক দলের জন্য নিরাপত্তা জ্যাকেট ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং বেশি বেশি পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ঘ. অন্যান্য যন্ত্রপাতি

ঙ. চিহ্নিতকরণ

অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এর অবস্থান সহজতর করার জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় এবং মেঝেতে চিহ্ন করে রাখতে হবে যাতে করে অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জামের সামনে কোনো কিছু না রাখা হয় বা পথ বাধামুক্ত থাকে।

৩.৩ ভবন তৈরির উপাদান ও ফায়ার ডোর

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী বহির্গমন পথ (সিঁড়ি, দেয়াল ও দরজা) অগ্নি প্রতিরোধ উপাদান দ্বারা তৈরি এবং ধোঁয়া প্রতিরোধক হতে হবে। (পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন ধোঁয়া আবদ্ধ না থাকে)। তথাকথিত ফায়ার ডোর গুলো অবশ্যই অগ্নি প্রতিরোধক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং তার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হতে হবে।

কিছু জায়গা (বেইজম্যান্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ওয়্যারহাউস, কেমিক্যাল স্টোরেজ, বয়লার রুম, জেনারেটর রুম) বিশেষ করে সঠিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অগ্নি প্রতিরোধক উপাদান দিয়ে তৈরি হতে হবে এবং সিঁড়ির সাথে সরাসরি ও বাধাহীন চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। [বিধি-৫৪(৩) এবং (৯)] দেয়াল, মেঝে ও ছাদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আগুনের বিস্তারকে সীমিত করে। এছাড়া প্লাম্বিং, স্ট্যান্ডটাইপ ও বৈদ্যুতিক ওয়ারিং-এর গর্তগুলো ভালোভাবে পূর্ণ করতে হবে নইলে আগুন দ্রুত অন্য কক্ষ বা ফ্লোরে ছড়িয়ে পরবে।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহস্থালি

গৃহস্থালি নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ অগ্নি নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১ গৃহস্থালি

আগুন প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত গৃহস্থালি নীতিসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- পর্যাপ্ত ঢাকনাসহ পাত্র নিশ্চিতকরণ (প্রতি ১০০ শ্রমিকের জন্য ১টি)
- এই পাত্রগুলো আবর্জনা সচরাচর তৈরি হয়/ ওয়ার্কশপের দরজার কাছে স্থাপন করতে হবে।
- আবর্জনা বাক্সে রাখার জন্য শ্রমিকদের মনে করিয়ে দিতে হবে (লিখিত পোস্টার-সহ)
- বিভিন্ন দাহ্য তরল, তেল এবং পরিষ্কারকরণ ও মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত ন্যাকড়া রাখার জন্য ঢাকনাসহ বাক্স রাখতে হবে।
- নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কারকরণ (কমপক্ষে প্রতিদিন)।
- সংগৃহীত আবর্জনা কাজের জায়গা থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে যেন তা কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করতে না পারে।
- ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে নিয়মিত ধুলা পরিষ্কার করতে হবে।
- বারবার নিষ্ক্রিয়করণ (আবর্জনা শুধুমাত্র স্বীকৃত ও নিরাপদ জায়গায় পুড়িয়ে ফেলতে হবে)।
- সংরক্ষণকৃত জিনিসপত্র যেন করিডোর, সিঁড়ি অথবা অগ্নিরোধক যন্ত্রপাতিকে বাধাগ্রস্ত না করে। [বি এল এ ধারা ৫১,৬০,৬২,৭২; বিএলআর বিধি ৪০,৫২,৫৪]

৪.২ পরিদর্শন/দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা

অগ্নি প্রতিরোধক দলকে দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে।

- সম্ভাব্য ঝুঁকি খুঁজে বের করতে হবে।
- ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা সঠিক জায়গায় এবং চালু আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে যেমন : ফায়ার এক্সটিংগুশারগুলো সঠিক জায়গায় আছে এবং তা ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থায় আছে। স্মোক ডিটেক্টর-এর ব্যাটারি ঠিকমতো কাজ করছে)

আরো তথ্যের জন্য “ঝুঁকি নিরূপণ” এর প্রচারপত্র এবং অ্যানেক্স-৬ এর ২ পাতার চেকলিস্ট দেখা যেতে পারে।

৪.৩ রক্ষণাবেক্ষণ

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার সময় চাক্ষুষ পরিদর্শনের চেয়ে রক্ষণাবেক্ষণ বেশি জটিল।

৪.৪ বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ

যেহেতু বিদ্যুৎ আগুনের অন্যতম উৎস, সে কারণে প্রতি ১২ মাস অন্তর সরকার স্বীকৃত একজন পরিদর্শক দ্বারা বৈদ্যুতিক সিস্টেমকে যাচাই করতে হবে (বি এল আর ৫৮)। তার, সকেট অথবা প্লাগ-এর কানেকশান,আর্থিং ইত্যাদি যাচাই করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন ফিউজ ও নষ্ট বাতি পরিবর্তন করতে হবে।

৪.৫ অগ্নি শনাক্তকরণ ও নির্বাপণের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, অ্যালার্ম, স্ট্যান্ডপাইপ, হোস, ডিটেক্টর ও পাম্প নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যেন অগ্নি প্রতিরোধে তা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যায়। শনাক্তকারী যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ না করলে আগুন লাগলে ভবন থেকে বের হতে অনেক সময় লাগতে পারে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার সময় চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল যেমন অগ্নি নির্বাপকের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে এর যন্ত্রপাতি এক্সটিংগুইশার এজেন্ট ও গ্যাস বের হবার পদ্ধতি পরীক্ষাকরণ অন্তর্ভুক্ত। কতদিন পরপর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন তা উৎপাদকের ওয়েবসাইট থেকে জানা যেতে পারে।

সাধারণত অগ্নি নির্বাপকের পরীক্ষা বছরে একবার করা হয় তবে ভেতরে গ্যাসের চাপ পরীক্ষাকরণ প্রয়োজনীয় নয়। ডিটেক্টর ও অ্যালার্ম বছরে কমপক্ষে একবার পরীক্ষা করতে হবে। এই পরীক্ষা ৬ মাস অন্তর যে জরুরি স্থানান্তর মহড়া হয় তার সাথে হতে পারে।

[বিএলএ বিধি ৬২, বিএলআর, বিধি ৫৫(১২) (১৪), ৮০(৫) জরুরি প্রস্তুতির প্রচারপত্র]

৪.৬ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ

বয়লার, ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উৎপাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা এবং বাৎসরিক পরিদর্শন করতে হবে। [বাংলাদেশ বয়লার অ্যাক্ট ৬-৮]

৪.৭ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা

বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পুরো বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকের যেমন প্রতিটি অগ্নি নির্বাপকের একটি করে স্বতন্ত্র সংজ্ঞা থাকবে যা দ্বারা ঐ যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ মূল্যায়ন করা হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষার তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন, লাইসেন্স সার্টিফিকেট ও অনুমতিপত্র সংরক্ষণের জন্য কারখানার একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ সিস্টেম থাকবে [বিএলআর বিধি ৩৬৩] প্রতিটি যন্ত্রেও একটি ওভারভিউ ফাইল থাকবে যাতে এর লাইসেন্স, অনুমতিপত্রসহ এর ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ থাকবে যেন তা নষ্ট হওয়ার পূর্বেই পুনঃস্থাপন করা যায়।

৫. প্রশিক্ষণ

অগ্নি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫.১ সকল শ্রমিকের জন্য প্রশিক্ষণ যেহেতু অগ্নি নিরাপত্তা সবারই দায়িত্ব তাই শুরুতেই প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অবশ্যই জানাতে হবে-

- ভালো গৃহস্থালির নিয়মনীতি এবং কীভাবে দাহ্য পদার্থের বাধা এড়িয়ে চলতে হয়।
- কীভাবে অগ্নি নিরাপত্তার সতর্কতা জানাতে হয়। (OSH-এর বিষয়াদি গ্রহণ ও সমাধান এর প্রচারপত্র)
- বিভিন্ন ধরণের অ্যালার্ম এবং আগুন দেখলে কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। [বিএলআর তফসিল-৪, দফা (৫)]

পূর্ণ অ্যালার্ম পরীক্ষা, অগ্নি নির্বাপণ এবং কর্মচারীদের বের হবার পদ্ধতিসহ অগ্নি নির্বাপন মহড়া কমপক্ষে প্রতি ৬ মাস অন্তর করতে হবে। [বিএল আর বিধি ৬২(৭) ও (৮)] কোনো কোনো ক্রেতা অগ্নি নির্বাপণ মহড়া আরো বেশি করার জন্য নির্দেশনা দিতে পারে। পরিদর্শক এবং নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনকে মহড়ার কমপক্ষে ১৫ দিন আগে জানাতে হবে। মহড়া বিএল আর ফরম ২২(ক) অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.২ অগ্নি প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ

প্রতিটি শাখা হতে কমপক্ষে ১৮% শ্রমিকের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। [বিএলআর বিধি ৫৫(১০)] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংরক্ষণের জন্য বিএলআর ফরম -২২ ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩ অগ্নি প্রতিরোধী দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১৮% শ্রমিকের মধ্য থেকে অগ্নি প্রতিরোধ দলের সদস্যদের নির্বাচন করতে হবে। একইসাথে অগ্নি প্রতিরোধের জন্য এই দলের সদস্যদের প্রশিক্ষিত হতে হবে যেন তারা সঠিকভাবে তাদের কাজ করতে পারে। [বিএলআর বিধি ৫৫(১২)]

৫.৪ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি চালকদের প্রশিক্ষণ

যেসব যন্ত্রপাতি আগুনের উৎস অথবা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে যেমন বয়লার, ট্রান্সফর্মার এবং জেনারেটর সেসব যন্ত্রপাতি চালকদের দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সনদধারী হতে হবে [বয়লার এটেনড্যান্ট রুলস]

৫.৫ উপরোক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকলে কারখানার অগ্নি নিরাপত্তা কর্মকর্তা সেইফটি কমিটি'র সহয়তায় ৫.১-৫.৩

এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণের আয়োজন অভ্যন্তরীণভাবে করতে পারেন। এছাড়া বাইরের আরো কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা এসকল প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। প্রতি ৬ মাস অন্তর পুনঃপ্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। [বিএলআর, বিধি ৫৫(১২), তফসিল-৪ দফা-১(ঘ)]

এই প্রশিক্ষণ অবশ্যই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে [বিএলআর, ফরম-২২]

৬ জরুরি প্রস্তুতি

যখন আগুন লাগে তখন শুধু আগুনের শিখা বা তা থেকেই নয় দহনের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া থেকেও মৃত্যু ঘটতে পারে। এই কারণে প্রাথমিকভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রমিকরা যেন আগুন লাগার ২-৩ মিনিটের মধ্যেই কারখানা থেকে বের হতে পারে।

[বিস্তারিত তথ্যের জন্য- জরুরি প্রস্তুতিকরণ]

৭ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি এবং কারখানার অন্যান্য নিয়ম

অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

যখনই কোনো কারখানা উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তখন ঐ কারখানাকে তার অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতিকে লিখিতভাবে প্রদর্শন করতে হবে। [বিএল আর, বিধি ৫৫(১৩)]

গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ

- অগ্নি নির্বাপক দলের সদস্যদের তালিকা
- অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি ও ডিটেক্টরের অবস্থানসহ তালিকা
- অগ্নি নির্বাপক দলের সদস্য ও শ্রমিকদের জরুরি মহড়াসহ প্রশিক্ষণের কার্যপ্রণালী
- কারখানায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরীক্ষা এবং নিয়মিত ও অধিকতর ব্যাপক হারে অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।
- স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে যোগাযোগের ঠিকানা।
- কারখানার বিভিন্ন স্থান যেমন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (রাসায়নিক পদার্থের মজুদাগার), মূল তড়িৎ সুইচ, পানির সরবরাহ ইত্যাদি মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ। কারখানার বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এ ধরনের উপাদানসমূহ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ কারখানার জরুরি বহির্গমন পদ্ধতি [পুস্তিকা “জরুরি প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা”], ঝুঁকির মূল্যায়ন পদ্ধতি [পুস্তিকা ঝুঁকি মূল্যায়ন], কারখানার প্রশিক্ষণ কার্যপদ্ধতি ইত্যাদিতে বর্ণনা করা থাকতে হবে।

কারখানার অন্যান্য নীতিমালা

অন্য কারখানাসমূহে অগ্নি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালাসমূহ গ্রহণ করা দরকার।

- ধূমপান নিষেধ নীতিমালা (পোস্টার/ছবি) [বিএলআর ৬৬]
- ওয়েল্ডিং কাজে নিরাপদ কর্মপদ্ধতি
- আবর্জনা পোড়ানোর নিরাপদ কর্মপদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- গৃহস্থালীর কর্মকাণ্ড
- যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের কার্যপদ্ধতি
- বয়লার ও জেনারেটরের পরিচালনা পদ্ধতি
- কোনো কর্মক্ষেত্রে কে প্রবেশ করতে পারবে তার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

শ্রমিকরা যাতে সহজেই কারখানার নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি মনে রাখতে পারে তার জন্য কারখানার কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং সাবধানবাণী ও নিষেধাজ্ঞার চিহ্নের মাধ্যমে প্রদর্শন করা জরুরি।

(পরিশিষ্ট ২ এবং ৫)

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ফায়ার লাইসেন্স (অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার বিধি ৫৮(৮) অনুযায়ী ইলেকট্রিসিটি সার্টিফিকেট প্রতিবছর নবায়ন করা আবশ্যক।

আরো তথ্য জানতে

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫
- অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন- ২০০৩
- বয়লার অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস
- কেমিক্যাল সেইফটি পুস্তিকা
- জরুরি প্রস্তুতি পুস্তিকা
- ঝুঁকি মূল্যায়ন পুস্তিকা

স্বীকারোক্তি

এই তথ্যকণিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে তাদের অধিকার ও আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করার জন্য। এটা কোনো অবস্থাতেই আইনের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগযোগ্য নয় বরং আইনে উল্লেখিত বিধিবিধানই সকলের জন্য মানা বাধ্যতামূলক।

পরিশিষ্ট

১। বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

২। সঠিক অগ্নি নির্বাপণ বাছাইয়ের জন্য অগ্নি প্রতিরোধক দলকে নির্দেশনামূলক পোস্টার

৩। সঠিক প্রকারের নির্বাপণ বাছাই করতে তথ্যসূত্রের ডকুমেন্টসমূহ

৪। পোস্টার "অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ"

৫। অগ্নি নিরাপত্তার স্ব-মূল্যায়ন

অগ্নি নিরাপত্তা : দৈনিক ও সাপ্তাহিক তদন্ত চেকলিস্ট (২-৩ পাতা)

অগ্নি নিরাপত্তা : মাসিক তদন্তের চেকলিস্ট/ঝুঁকি নিরূপণ

পরিশিষ্ট ১) বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

নিম্নের টেবিলগুলোর ছবি মূল্যায়নের সময় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে (অগ্নি উৎসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে)।

ক) উন্মুক্ত শিখা

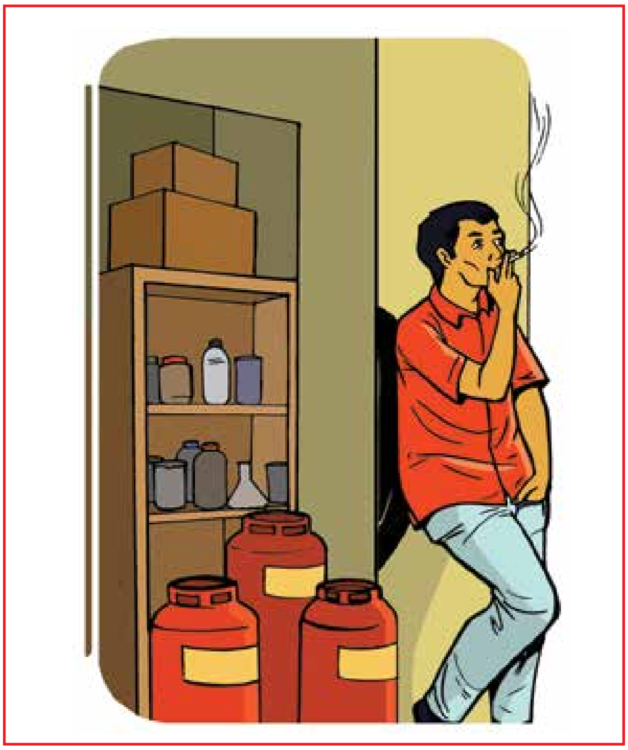

অগ্নিকাণ্ডের কারণ : অননুমোদিত স্থানে ধোঁয়া/রান্না করা (দিয়াশলাই/ সিগারেট বাট/দাহ্য পদার্থসমূহের ধোঁয়ার প্রজ্বলন)।

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : সাধারণভাবে ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা (অথবা বিল্ডিং-এর বাইরে মনোনীত এলাকা যেখানে ধূমপান অনুমোদিত); উপযুক্ত জায়গার বিধান; নিদর্শন।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ : দাহ্য পদার্থসমূহের ঢালাইয়ের সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটতে পারে।

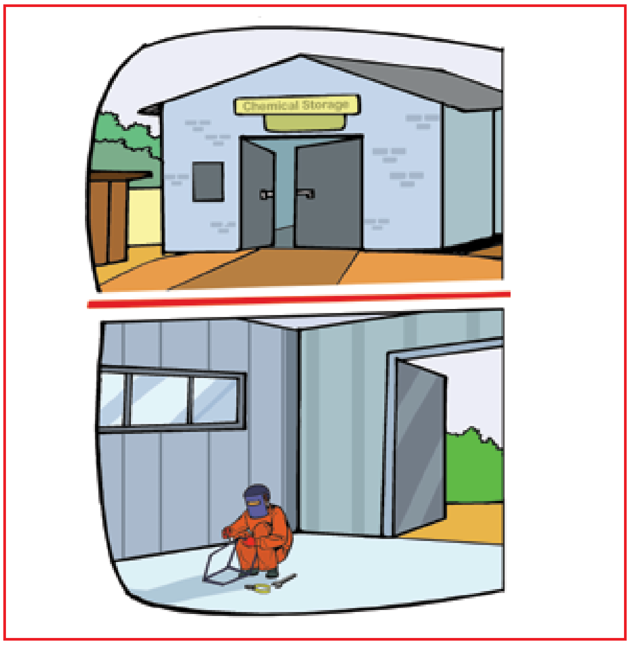

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : অনুমোদিত উষ্ণতা/ ঢালাই প্রণালী; দাহ্য পদার্থসমূহের সংরক্ষণ (কর্মক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিমাণ প্রয়োজন; রাসায়নিক ভাণ্ডারে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার উপর পুস্তিকা দেখুন)।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ : অগ্নিসংযোগ (ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিকাণ্ড)

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ; শ্রমিকদের পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন; আবিষ্কারক এবং অগ্নি প্রতিরোধক উপাদানসমূহ।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ : ত্রুটিযুক্ত বয়লার

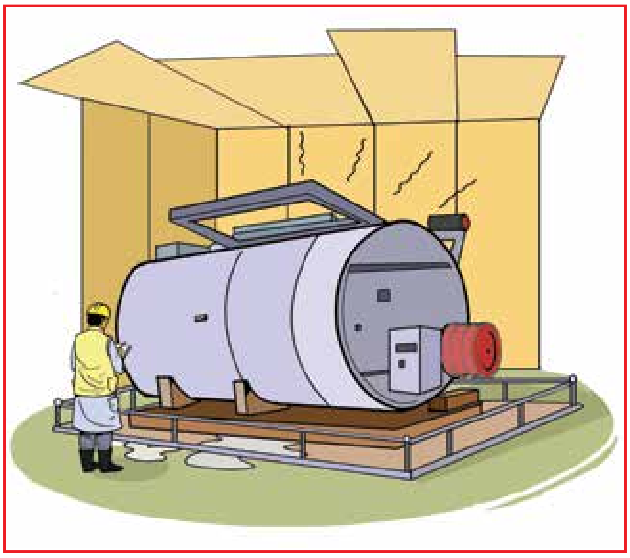

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ; শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত স্টাফ দ্বারা ব্যবহার; অপারেশন প্রণালী; অপরিবর্তিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা; লাইসেন্স।

খ। বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ (ক্রুটিযুক্ত উপাদানসমূহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতে পারে এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে)।

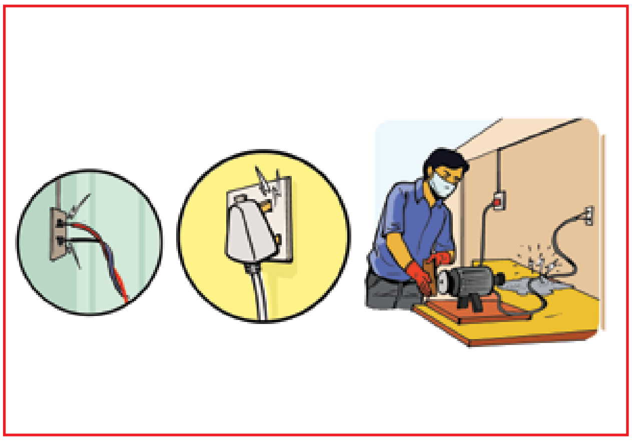

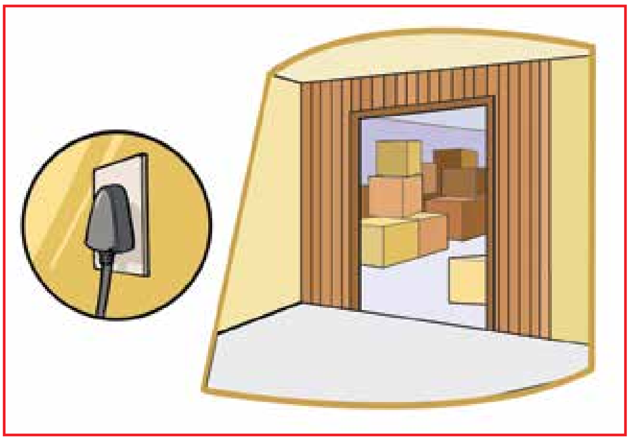

অগ্নিকাণ্ডের কারণ: খোলা তার/ভাঙ্গা লাইট সকেটে সরাসরি তারের সংযোগ/ঢিলা বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং অতিরিক্ত উত্তাপ ঘটাতে পারে (শীর্ষ ছবি)

● অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ একত্রে বোঝাই করে রাখলে তারগুলো গলে যেতে পারে। ● ক্রুটিযুক্ত তারে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ঘটতে পারে। ● রাসায়নিক দ্রব্যাদির সঙ্গে বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহের মিশ্রণের মাধ্যমে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটতে পারে। ● হ্যালোজেন হিটার ● সকেট ধাতুর ধুলিকণা (যেমন; ঢালাই) শর্টকাট এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটাতে পারে (নিচের ছবি)।

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ; দাহ্য পদার্থসমূহের সংরক্ষণ; গৃহস্থালি এবং আলোর সুব্যবস্থাপনা; বার্ষিক বিদ্যুৎ লাইসেন্স-এর পরিদর্শন করা।

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ; বহনযোগ্য ল্যাম্প এবং বৈদ্যুতিক হিটার সাবধানে ব্যবহার; দাহ্য পদার্থসমূহের সংরক্ষণ।

গ। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্পার্ক-সমূহ (ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্পার্ক-সমূহের আগুনের কারণে প্রজ্বলনীয় পদার্থসমূহে আগুন ধরতে পারে)।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ : মেঝের উপর পরে থাকা প্রজ্বলনীয় রাসায়নিক পদার্থসমূহের ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্পার্কের মাধ্যমে রাসায়নিক অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

যখন কোনো পাত্র থেকে প্রজ্বলিত রাসায়নিক পদার্থ ঢালা হয়, বাষ্প জ্বলে উঠার মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক্যাল স্পার্ক ঘটতে পারে।

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে : কীভাবে রাসায়নিক বিস্ফোরণ কমানো যায় তা জানার জন্য এমএসডিএস চেক করা যেতে পারে (সাধারণভাবে বালি বা মাটি বিস্ফোরণের উপর ছিটানো যেতে পারে)।

ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক এড়াতে বিদ্যুৎ লাইনকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে।

ঘ। উত্তপ্ত পৃষ্টতল/উষ্ণ

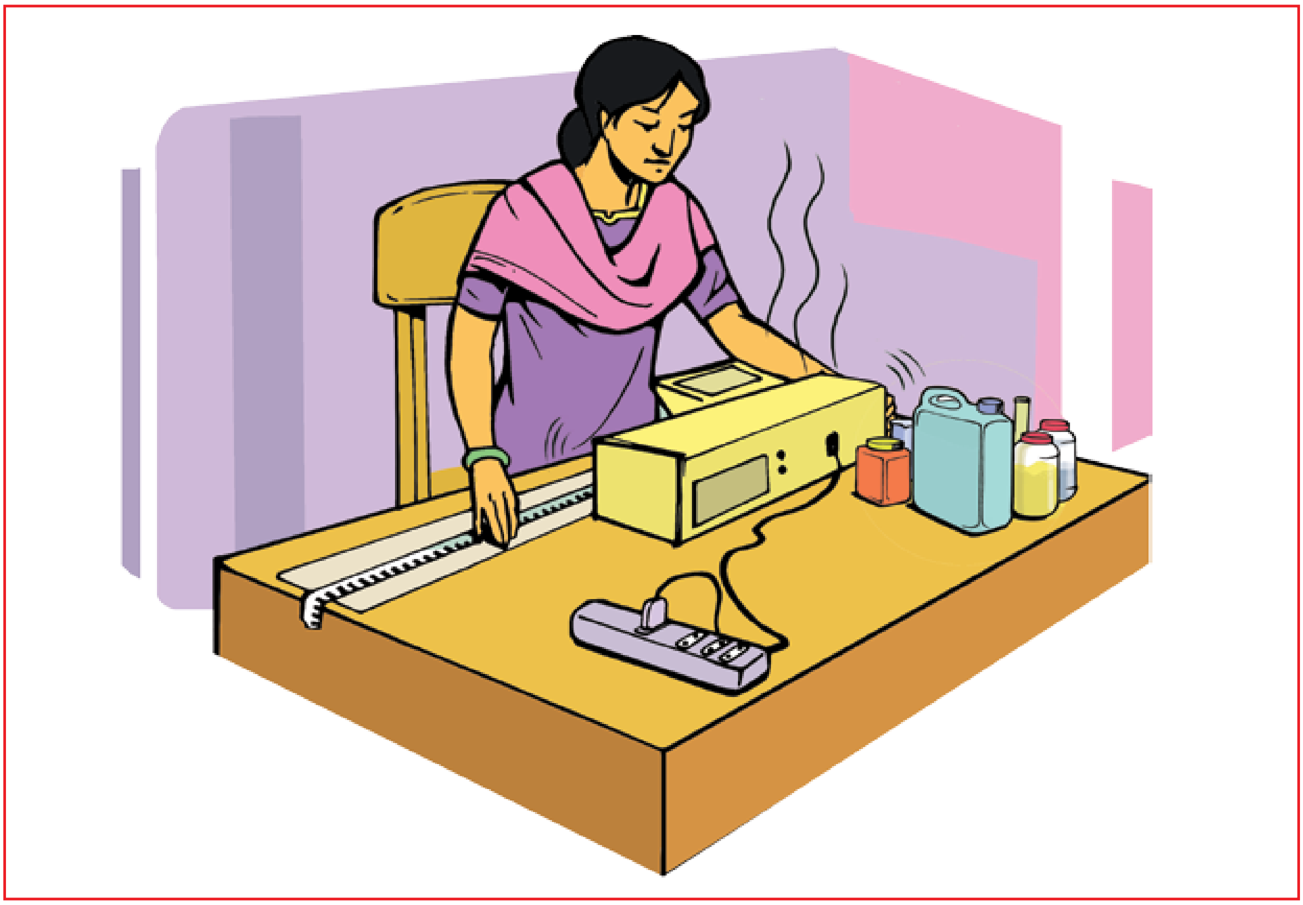

অগ্নিকাণ্ডের কারণ :

উত্তপ্ত পৃষ্ঠতলে দাহ্য পদার্থ একত্রিত হয়ে থাকলে কিংবা উত্তপ্ত পৃষ্ঠতলের সংস্পর্শে আসলে তা জ্বলে উঠতে পারে (লোহা, উত্তপ্ত জিনিসপত্র অথবা ছবিতে দেখানো কাটিং মেশিন)। উপাদানসমূহের পৃষ্ঠতল সাধারণভাবে কিংবা অভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে গরম হয়ে বিপদ ঘটাতে পারে।

কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে :

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি অপারেটরের প্রশিক্ষণ এবং প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিকভাবে চেক করা; নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহব্যবস্থাপনা ধরে রাখা।

পরিশিষ্ট ২) সঠিক অগ্নি নির্বাপণ বাছাইয়ের জন্য অগ্নি প্রতিরোধক দলকে নির্দেশনামূলক পোস্টার।

পরিশিষ্ট ৩) সঠিক প্রকারের নির্বাপণ বাছাই করতে তথ্যসূত্রের ডকুমেন্টসমূহ

শ্রেণি	এ	বি	বি	সি	ডি	কে
চিহ্ন						
ধরন	সাধারণ জ্বলন পদার্থ কঠিন (কাঠ, কাগজ, কাপড়) ইত্যাদি	দাহ্য তরল জ্বালানি দ্রাবক	দাহ্য গ্যাস প্রোপেন	চলমান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন	জ্বলন ধাতু ম্যাগনেশিয়াম, লিথিয়াম, টাইটেনিয়াম	রান্নার মাধ্যম রান্নার তেল
পানি	✓ হ্যাঁ	✗ না	✗ না	✗ না	✗ না	✗ না
ফেনা	✓ হ্যাঁ	✓ হ্যাঁ	✗ না	✗ না	✗ না	✓ হ্যাঁ (শুধু এবিএফ ফোম)
শুষ্ক পাউডার	✓ হ্যাঁ	✓ হ্যাঁ	✓ হ্যাঁ	✓ হ্যাঁ	✗ হ্যাঁ	✗ হ্যাঁ
এম ২৮/এল২	✗ না	✗ না	✗ না	✗ না	✓ হ্যাঁ	✗ না
কার্বনডাই অক্সাইড	✗ না	✓ হ্যাঁ	✗ না	✓ হ্যাঁ	✗ না	✗ না
আদ্র রাসায়নিক	✓ হ্যাঁ	✗ না	✗ না	✗ না	✗ না	✓ হ্যাঁ

পরিশিষ্ট ৪) পোস্টার "অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ"

যদি আপনি ধোঁয়া/আগুন দেখেন

প্রত্যেককে সতর্ক করতে ফায়ার অ্যালার্ম চালু করতে হবে (যদি অ্যালার্ম শব্দ না করে)

অগ্নি প্রতিরোধক টিম অথবা ইভাক্যুয়েসন টিমের সদস্য না যাওয়া পর্যন্ত ভবন খালি করার কাজে সহযোগিতা করতে হবে

নিচের দিকে ঝুঁকে যেতে হবে এবং বের হওয়ার রাস্তা অনুসরণ করতে হবে প্রয়োজনে নাক ও মুখ ঢাকতে হবে (যেমন ভেজা টাওয়াল দিয়ে)

ভয় পাওয়া যাবে না এবং দৌড়ানো যাবে না

লিফট ব্যবহার করা যাবে না

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে লকার রুমের দিকে গিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না

বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ থাকলে, ছাদে যেতে হবে এবং জানালা দিয়ে ভিতরের উপস্থিতি জানাতে হবে

ফায়ার ব্রিগেড অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কর্মস্থলে ফিরে আসা যাবে না

পরিশিষ্ট ৫) অগ্নি নিরাপত্তা স্ব-মূল্যায়ন

কারখানাসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদেরকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে এই ডকুমেন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে

দুইটি চেকলিস্ট

এই ডকুমেন্টটি দুইটি চেকলিস্টের সমন্বয়ে তৈরি :

চেকলিস্টগুলোর মধ্যে একটি ১০০ টিরও বেশি উপাদান নিয়ে তৈরি একটি ব্যাপক তালিকা, যা অগ্নি দুর্ঘটনা দূরীকরণের পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুতি নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। কিছু উপাদান প্রাত্যহিকভাবে চেক করার প্রয়োজন নেই। (যেমন : মাসিক ভিত্তিতে দেয়ালের উপর জরুরি প্রস্থানের তীর চিহ্ন একবার চেক করাই যথেষ্ট)। এইভাবে ব্যাপক তালিকার এই চেকলিস্টটি ব্যবহারের জন্য মাসিক ভিত্তিতে একবার চেক করাই যথেষ্ট। যাই হোক কিছু উপাদান প্রাত্যহিকভাবে চেক করা প্রয়োজন (যেমন জরুরি প্রস্থানে বাধা নেই)। কেন ডকুমেন্টটি প্রাত্যহিক-সাপ্তাহিক ভাবে অগ্নি নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য অন্য একটি ছোট চেকলিস্ট ধারণ করবে, এটিই তার প্রধান কারণ।

স্ব-মূল্যায়ন টিম

- কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এই চেকলিস্টসমূহের সফল বাস্তবায়ন আবশ্যক যা মালিক, সুপারভাইজার এবং শ্রমিকগণের ইচ্ছাশক্তি এবং সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকটি চেকলিস্ট কোম্পানির ফায়ার ফাইটিং টিম/সেইফটি কমিটি'র কিছু সদস্যের দ্বারা পরিচালিত হবে। শ্রমিক/ট্রেড ইউনিয়ন-এর সদস্যগণ এই টিমের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
- যেহেতু চেক লিস্টের কিছু প্রশ্ন টেকনিক্যাল, OSH/ফায়ার অফিসারদের নেতৃত্বে থাকা উচিত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চেক লিস্টের নির্দিষ্ট কিছু সেকশনের জন্য লোক নেয়া যেতে পারে।
- একজন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক সদস্য পূরণকৃত চেকলিস্ট এবং এর ফলাফল পড়বে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

চেকলিস্ট কীভাবে পূরণ করবে

একই মূলনীতি অনুযায়ী উভয় চেকলিস্টের কার্যাবলি : টিম একটি বিল্ডিং-এর প্রত্যেক সেকশনে চেকলিস্টের শুরু থেকে পূরণ করবে। টিম সকল সেকশন নিয়েই কাজ করবে; যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তা নির্দিষ্ট কলামে সমস্যা, "বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ", ফ্যাক্টরির কোনো সেকশনে সমস্যা দেখা গেছে এবং প্রস্তাবকৃত সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ নিয়ে সঠিকভাবে আলোচনা করবে। সেকশনের কোথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে তা মন্তব্য করা গুরুত্বপূর্ণ। যখন টিম বিল্ডিং-এর নতুন শাখায় প্রবেশ করবে, তারা পুনরায় চেকলিস্টের শুরু থেকে কাজ করবে।

ফ্যাক্টরির নির্দিষ্ট কিছু সেকশনের জন্য চেকলিস্টের শেষে কিছু প্রশ্ন থাকবে (যেমন : বয়লার রুম, কেমিক্যাল গুদাম)। এগুলো অতিরিক্ত প্রশ্ন; এর অর্থ চেকলিস্টের অন্যান্য সাধারণ প্রশ্নগুলো (জরুরি প্রস্থান, অগ্নি শনাক্তকরণ, অগ্নি প্রতিরোধক উপাদানসমূহ) ফ্যাক্টরির নির্দিষ্ট কিছু সেকশনের জন্য পুনঃমূল্যায়ন করা উচিত।

এছাড়াও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অগ্নি নিরাপত্তা চেকলিস্ট (মাসিক) এর শেষে ব্যবস্থাপনার সিস্টেম লেভেল/ডকুমেন্টেশন স্তরে কিছু প্রশ্ন দ্রষ্টব্য রয়েছে। এতে শ্রমিকের অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় অগ্নি নিরাপত্তার অনুমোদন, ইভাক্যুয়েসন প্ল্যান ইত্যাদি বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিষয়সমূহ ওয়ার্কশপে কাজের সময় বিবেচিত হয় না, বরং তা অফিসের প্রশাসনিক শাখায় দেখা হয়।

চেকলিস্ট গ্রহণ

চেকলিস্ট ব্যবহার শুরুর পূর্বে অগ্নি প্রতিরোধক দলকে ফ্যাক্টরির নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে; দুর্ঘটনা রোধে অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়েছে, তথাপি দল ফ্যাক্টরির নির্দিষ্ট কিছু মেশিন অথবা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন সংযোজন অথবা বিয়োজন করতে পারে যেমন, ফ্যাক্টরিতে যদি কোনো বয়লার না থাকে।

কর্ম পরিকল্পনা

চেকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অগ্নি প্রতিরোধক দলের জরুরি ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত (কার মাধ্যমে এবং কখন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত)। সর্বোচ্চ ঝুঁকি মোকাবেলা গুরুত্বপূর্ণ। একটি টেকসই পদ্ধতিতে কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে দলের উচিত আঞ্চলিক ফায়ার ব্রিগেড এবং শ্রম পরিদর্শকগণের সঙ্গে আলোচনা করা। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনা তথ্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার নিকট দাখিল করতে হবে।

অগ্নি নিরাপত্তা : দৈনিক ও সাপ্তাহিক তদন্ত চেকলিস্ট (২-৩ পাতা)

বর্তমান চেকলিস্টটি শুধু দৈনিক ও সাপ্তাহিক অগ্নি নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য। প্রতি মাসে অন্তত একবার অগ্নি নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য বিস্তৃত আকারের চেকলিস্ট ব্যবহার করুন।

তারিখ : পরীক্ষক :

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
জরুরি বহিঃগমন				
১	জরুরি বহিঃগমন পথগুলো কি বাধামুক্ত ও সহজে খোলা যায়?			
২	কর্মকালীন সময় ও ওভার টাইমে কি জরুরি বহিঃগমন পথগুলো তালা লাগানো তাকে?			
৩	জরুরি বহিঃগমন পথগুলোর ওপরে কি সক্রিয় ইমার্জেন্সি লাইট আছে?			
৪	জরুরি বহিঃগমন মানচিত্র কি দৃশ্যমান?			
নির্গমন পথ				
১	নির্গমন পথ কি নির্বিঘ্নে চলার মতো বাধামুক্ত রাখা হয়?			
২	ইর্মাজেন্সি লাইট কি সক্রিয় আছে? (বিশেষ করে সিঁড়িতে)			
অগ্নি শনাক্তকরণ				
১	অগ্নি শনাক্তকারী যন্ত্রে যদি ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয়, তবে ব্যাটারিতে কি চার্জ আছে?			
২	অ্যালার্ম সিস্টেম কি সক্রিয়?			
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম				
১	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম কি সহজলভ্য? ফায়ার হোস বক্স কি তালা দেয়া আছে?			
২	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম কি জায়গামতো আছে? (সব ফায়ার এক্সটিংগুইশার / হোস ঠিকভাবে আছে?)			
ধূমপান / রান্না				
১	সেকশনে কেউ ধূমপান করছে কি? রান্না কি নির্দিষ্ট জায়গায় করা হচ্ছে?			
২	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত স্থান কি আছে? (দাহ্য পদার্থমুক্ত)			
বিদ্যুৎ				
১	বৈদ্যুতিক তারসমূহ কি ভালো অবস্থায় আছে? (তারের ভেতরে কোনো সমস্যা নেই, তার কোথাও উন্মুক্ত নেই, কোনো তার টেপ দিয়ে জোড়া দেয়া নেই)			
২	কোনো পথের মাঝখান দিয়ে তার গেছে কি? অথবা পানি বা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা থেকে দরজার দিকে যায়নি তো?			
৩	বৈদ্যুতিক সকেট অপরিষ্কার বা ভাঙ্গা নেই তো? কোথাও লুজ কানেকশন নেই তো? কোনো সকেটে সরাসরি তার ঢোকানো নেই তো?			
৪	তারের সংস্পর্শে কোনো দাহ্য পদার্থ নেই তো?			
৫	মেটাল ডাস্ট যেন ঢুকতে বা জমা হতে না পারে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা সকেট এমন অবস্থায় আছে তো?			
৬	বৈদ্যুতিক কিছুর কোনো অংশ উন্মুক্ত অবস্থায় নেই তো? (ভাঙ্গা বাল্ব, নিওলাইট) দাহ্য পদার্থের ওপরে বহনযোগ্য কোনো বাতি যেমন : মোমবাতি, কুপি বা হারিকেন ঝোলানো নেই তো?			
৭	মাল্টিপল প্লাগ অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করা হয় কি?			
৮	বৈদ্যুতিক প্যানেল ঠিকভাবে ঢাকা আছে কি?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
৯	বৈদ্যুতিক প্যানেল কি বাধামুক্ত? সহজেই ব্যবহার করা যায়?			
১০	প্যানেলের পাশে কোনো দাহ্য পদার্থ বা তরল নেই তো?			
১১	প্যানেলে কোনো যন্ত্রপাতির সরাসরি সংযোগ নেই তো?			
গৃহ ব্যবস্থাপনা				
১	সেকশন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো আছে? (কোনো বর্জ্য, আবর্জনা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই)			
রাসায়নিক ও দাহ্য				
১	কঠিন, তরল ও বায়বীয় দাহ্য পদার্থ সব কি ঠিকভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে? ● আঁচ উৎপন্ন করে এমন কিছু থেকে দূরে আছে তো? (যেমন : মুক্ত অগ্নিশিখা, উচ্চ তাপমাত্রার কোনো কিছুর উপরিতল, অরক্ষিত বৈদ্যুতিক তার) ● বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যা পড়ে যেতে পারে এমন কিছুর নিচে রাখা নেই তো? ● শীতল ও সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখা আছে তো? ● জ্বলন উপাদান দূরে রাখা আছে তো?			
২	রাসায়নিকসমূহ তাদের মূল পাত্রে রাখা আছে তো? যদি অন্য কোনো পাত্রে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই পাত্র কি যথেষ্ট উপযুক্ত? (কোমল পানীয়র পাত্রে রাখলে তা অনেকেই ভুলে পান করে ফেলতে পারে) অন্য পাত্রে রাখলে সেই পাত্র কি যথাযথভাবে লেবেল লাগানো?			
৩	রাসায়নিক সংরক্ষণ করার পাত্র ভালো অবস্থায় আছে তো? (ফুটো নেই, ছিপি ভালোভাবে লাগানো আছে) ধারণ ক্ষমতা উল্লেখ করা আছে তো? পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা আছে তো?			
৪	রাসায়নিক এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ ও জ্বলন উপকরণ যথাযথভাবে লেবেল লাগানো আছে তো? (নির্দিষ্ট নাম ও বিপদের চিত্রলিপিসহ)			
৫	দাহ্য ও জ্বলন তরলের ছলকে পড়া অংশ দ্রুত পরিষ্কার করা হয় তো? মেঝেতে ছলকে পড়া তেল পড়ে থাকে না তো?			
৬	আবৃত ধাতুর আধারে কি তৈলাক্ত ন্যাকড়া থাকে এবং কর্মস্থল থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়?			
৭	গ্যাসের সিলিন্ডার কি তাপ থেকে দূরে রাখা হয়? হঠাৎ যেন পড়ে না যায় এমন ব্যবস্থা কি রয়েছে?			
৮	কর্মস্থলে কি সীমিত পরিমাণ রাসায়নিক রাখা হয়? (যেমন : দৈনিক ব্যবহারের জন্য কর্মস্থলে অল্প পরিমাণ এবং গুদাম ঘরে বেশিরভাগ রাসায়নিক রাখা হয়) উদাহরণ : স্পট ক্লিনিং রুমে অ্যাসিটোন এবং রান্না ঘরে প্রোপেন গ্যাস			
৯	দৈনিক ব্যবহারের রাসায়নিক কর্মস্থলের মেঝে বা চলার পথে রাখা নেই তো?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : রাসায়নিক গুদাম ঘরের জন্য (পূর্ববর্তী প্রশ্নমালার মতোই : জরুরি বহিঃগমন, রাসায়নিক, অগ্নি তদন্ত, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম প্রভৃতি ও নিচের প্রশ্নমালা)				
১	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কি গুদাম তালা দিয়ে রাখা হয়?			
২	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে?			
৩	বাইরের কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সংযোগ দেয়া নেই তো? (যেমন : রাইস কুকার, হিটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি)			
৪	প্রত্যেক রাসায়নিকের জন্য নির্দিষ্ট গুদাম আছে কি? রাসায়নিক এমন কোনো জায়গায় নেই তো যেখানে ভুলে কারো পা লাগতে পারে?			
৫	রাসায়নিকসমূহ যথাযথভাবে পৃথকীকরণ করা হয়েছে তো? ক্ষয়কারক রাসায়নিক নিচের দিকে রাখা হয় তো?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
৬	ধারণ ক্ষমতা উল্লেখ করা আছে তো? পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা আছে তো?			
৭	গুদামে কি সব রাসায়নিকের হালনাগাদ বর্ণনামূলক তালিকা আছে?			
৮	গাড়ি থেকে রাসায়নিকের পাত্র নামানোর সময় সতর্কতার সাথে যত্নে নামানো হয়?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : বয়লার রুম				
১	বয়লারের ধাতুতে কোনো ফাটল নেই তো?			
২	পানি, জ্বালানী বা স্টিম-এ কোনো ফুটো নেই তো?			
৩	সবগুলো গজ ঠিকমতো কাজ করছে?			
৪	ওয়াটার ফিড সিস্টেম কাজ করছে?			
৫	প্রেশার রিলিফ ভালভ সক্রিয় আছে?			
৬	বয়লার রুমে বা পাশে কি শুধু দৈনিক ব্যবহারের পরিমাণ দাহ্য বা জ্বলন উপাদান রাখা হয়?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : আয়রনিং সেকশন				
১	ব্যবহারের সময় ছাড়াও আয়রনিং প্যাডে আয়রন রাখা হয়?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : ওয়েল্ডিং/গ্রাইন্ডিং				
১	ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং করার সময় দাহ্য বা জ্বলন উপাদান কি অন্তত ১০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলা হয়?			
২	মেঝে থেকে কাগজ, কাপড়ের টুকরো সরিয়ে ফেলা হয়?			
৩	যদি দাহ্য বা জ্বলন উপাদান মুক্ত জায়গা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে কি অগ্নি প্রতিরোধক, পানির ব্যবস্থা রেখে ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং-এর কাজ করা হয়?			
৪	দৈনিক কাজ শেষ করার পর কি ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় ধরে পরীক্ষা করা হয় যে সেখানে কোনো ধূমায়িত পদার্থ নেই?			
৫	ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং-এর কাজের জায়গা থেকে কি গ্যাস সিলিন্ডার যথেষ্ট দূরে রাখা হয়?			

অগ্নি নিরাপত্তা : মাসিক তদন্তের চেকলিস্ট/ঝুঁকি নিরূপণ

দৈনিক বা সাপ্তাহিক অগ্নি নিরাপত্তা মূল্যায়নের চেকলিস্টের চেয়ে এই চেকলিস্টটি বিস্তৃত। প্রতি মাসে একবার পুরো তদন্ত / ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে।

তারিখ : তদন্তকারী :

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
জরুরি বহিঃগমন				
১	জরুরি বহিঃগমন পথগুলো কি বাধামুক্ত ও সহজে খোলা যায় এবং শ্রমিকদের প্রবাহের বিপরীতে নয়?			
২	কর্মকালীন সময় ও ওভার টাইমে কি জরুরি বহিঃগমন পথগুলো তালা লাগানো তাকে?			
৩	জরুরি বহিঃগমন পথগুলোর ওপরে কি 'জরুরি বহিঃগমন' লেখা দৃশ্যমান?			
৪	জরুরি বহিঃগমন পথগুলোর ওপরে কি সক্রিয় ইমার্জেন্সি লাইট আছে?			
৫	প্রতিটি ওয়ার্কশপে কি যথেষ্ট পরিমাণে জরুরি বহিঃগমন পথ আছে (অন্তত পক্ষে ২টি এবং একটি থেকে অপরটির দূরত্ব ৫০ মিটারের বেশি নয়)? সেগুলো কি যথেষ্ট বড় আকারের (অন্তত ১.১৫ মিটার)?			
৬	জরুরি বহিঃগমন পথগুলো কি কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায় (যানবাহনপূর্ণ নয়)? একটি জরুরি বহিঃগমন পথের দরজা খুললে আরেকটি জরুরি বহিঃগমন পথকে বাধা দেয় না তো?			
৭	জরুরি বহিঃগমন মানচিত্র কি দৃশ্যমান (পরিপূর্ণ, দৃশ্যমান, হালনাগাদ ও শারীরিকভাবে জরুরি বহিঃগমনের সাথে সুসঙ্গত)?			
নির্গমন পথ				
১	নির্গমন পথ কি নির্বিঘ্নে চলার মতো বাধামুক্ত রাখা হয়?			
২	নির্গমন পথ কি বের হবার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত?			
৩	কর্মস্থলে কি নির্গমন পথ পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা আছে (চিত্রলিপি, তীর চিহ্ন, হলুদ লাইন প্রভৃতি)?			
৪	চিহ্নগুলো কি হালনাগাদ? যথেষ্ট দৃশ্যমান?			
৫	ইমার্জেন্সি লাইট কি সক্রিয় আছে? (বিশেষ করে সিঁড়িতে)			
৬	ওপরের তলা থেকে সব কর্মীদের দ্রুত বের হওয়ার জন্য সিঁড়ি কি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং দৃঢ় (অন্তত ২টি)?			
৭	মাটি থেকে ২৩ মিটার ওপরে কি ফায়ার ডোর ভেতরের বের হওয়ার সিঁড়িকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ভেতরের বের হওয়ার সিঁড়িতে ধোঁয়া ঢুকতে বাধা দেয়?			
৮	ফায়ার অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট নির্দিষ্ট করা আছে কি? অ্যাসেম্বলি এলাকা জরুরি সেবাকে বাধাগ্রস্ত করছে না তো?			
৯	কর্মীবৃন্দ (নতুন কর্মীসহ) এবং পরিদর্শকবৃন্দ কি তাদের অগ্নি প্রতিরোধ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ব্যাখা করতে পারেন?			
১০	অগ্নি প্রতিরোধকমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে এমন একটি নিয়মিত কাজ কি কর্মীবৃন্দ এবং পরিদর্শকবৃন্দ ব্যাখা করতে পারেন?			
১১	অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যদি উদ্‌ঘাটন করা হয় তবে কর্মীবৃন্দ (নতুন কর্মীসহ) এবং পরিদর্শকবৃন্দ কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (নির্গমন পদ্ধতিসহ) বলে দিতে সক্ষম? সাক্ষাৎকার নেয়া কর্মীরা কি অ্যাসেম্বলি এলাকা ভালোভাবে চেনে?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
অগ্নি শনাক্তকরণ				
১	সেকশনে কি পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নি শনাক্তকারী যন্ত্র আছে?			
২	অগ্নি শনাক্তকারী যন্ত্র যদি ব্যাটারিচালিত হয়ে থাকে তবে ব্যাটারি কি ঠিকভাবে চার্জ দেয়া আছে?			
৩	ফ্যাক্টরিতে কি অ্যালার্ম সিস্টেম আছে? এটি কি সহজে ব্যবহার করা যায়? সবাই কি অ্যালার্ম শুনতে পারে? অ্যালার্ম সিস্টেম-এ কি স্বতন্ত্র বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া আছে বা ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই অথবা ব্যাটারি আছে?			
৪	গ্যাস দিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পাশে কি গ্যাস সেন্সর আছে?			
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম				
১	ধরনের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট স্থানে কি নির্দিষ্ট ধরনের ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা আছে (ক্লাস এ,বি,সি)?			
২	সেকশনে কি পর্যাপ্ত পরিমাণ ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে (৯০এম২;দাহ্য পদার্থ আছে যেখানে বা রাখার জায়গা; কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার সংরক্ষিত আছে)?			
৩	ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো কি যথাযথভাবে চার্জ দেয়া আছে? ভাঙ্গা নেই তো? ব্যবস্থাপনার রেকর্ড রাখার জন্য কন্ট্রোল ট্যাগ দেয়া আছে?			
৪	ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো কি বাহিরের কোনো প্রতিষ্ঠান ডেডলাইনের মধ্যে পরীক্ষা করে (অন্তত বাৎসরিক বা অন্য কোনো সময় নির্ধারিত থাকলে)?			
৫	ফ্যাক্টরিতে কি যথেষ্ট পরিমাণে ফায়ার হাইড্রেন্ট ও হোস আছে (প্রতিটি হোস ৮৫০ মিটার)? সেগুলো কি সক্রিয়? পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে কি (সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রতি ৩ মাসে একবার ফায়ার হোস, পানির পাম্প পরীক্ষা কার; পানির প্রেশার সর্বোচ্চ তলায় পানি পৌঁছতে পারবে নাকি)?			
৬	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম রাখার স্থান নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট চিহ্ন দেয়া আছে (পিলারের গায়ে লাল তীর চিহ্ন)?			
৭	মেঝের চিহ্ন কি অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম রাখার স্থানের সামনে জিনিসপত্র রাকতে সমস্যা করছে?			
৮	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম আটকানো নেই তো? ফায়ার হোস বাক্স তালা দেয়া নেই তো?			
৯	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সব ঠিকভাবে রাখা আছে তো (এক্সটিংগুইশার বা হোস যথাযথভাবে আছে)?			
১০	ফায়ার ফাইটিং দল বা উদ্ধার কর্মী দলের সবাই তাদের গৃহীত প্রশিক্ষণের বিষয় ব্যাখা করতে পারেন?			
ধূমপান / রান্না				
১	সেকশনে কেউ ধূমপান করছে কি? রান্না কি নিদির্ষ্ট জায়গায় করা হচ্ছে?			
২	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত স্থান কি আছে? (দাহ্য পদার্থমুক্ত)			
৩	ফ্যাক্টরির জায়গা জুড়ে এবং দাহ্য পদার্থ রাখার জায়গা কি "ধূমপান নিষেধ" লেখা আছে যেমন : গুদাম, রাসায়নিক সংরক্ষণের জায়গা, জেনারেটর রুম, বয়লার রুম)?			
বিদ্যুৎ				
১	বৈদ্যুতিক তারসমূহ কি ভালো অবস্থায় আছে? (তারের ভেতরে কোনো সমস্যা নেই, তার কোথাও উন্মুক্ত নেই, কোনো তার টেপ দিয়ে জোড়া দেয়া নেই)			
২	ওভার হিটিং প্রতিরোধে কি সঠিক সাইজের তার ব্যবহার করা হচ্ছে? ওভার হিটিং-এর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি (পোড়া তার)?			
৩	কোনো পথের মাঝখান দিয়ে তার গেছে কি? অথবা পানি বা স্যাতস্যাতে জায়গা থেকে দরজার দিকে যায়নি তো?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
৪	বৈদ্যুতিক সকেট অপরিষ্কার বা ভাঙ্গা নেই তো? কোথাও লুজ কানেকশন নেই তো? কোনো সকেটে সরাসরি তার ঢোকানো নেই তো?			
৫	তারের সংস্পর্শে কোনো দাহ্য পদার্থ বা তরল নেই তো?			
৬	বৈদ্যুতিক কিছুর কোনো অংশ উন্মুক্ত অবস্থায় নেই তো? (ভাঙ্গা বাল্ব, নিওলাইট) দাহ্য পদার্থের ওপরে বহনযোগ্য কোনো বাতি যেমন : মোমবাতি, কুপি বা হারিকেন ঝোলানো নেই তো?			
৭	মাল্টিপল প্লাগ অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করা হয় কি?			
৮	কর্মস্থলের কাছে বক্সে সব বৈদ্যুতিক সার্কিট উপযুক্ত ফিউজ দিয়ে নিরাপদ অবস্থায় এবং সার্কিট ব্রেকার আছে কি?			
৯	বৈদ্যুতিক প্যানেল ঠিকভাবে ঢাকা আছে কি?			
১০	বৈদ্যুতিক প্যানেল কি বাধামুক্ত? সহজেই ব্যবহার করা যায়? প্যানেলের সামনে কি লেখা আছে যে, এর সামনে কোনো কিছু রাখা বা জমা করা যাবে না? প্যানেলের কাছে দাহ্য তরল বা পদার্থ জমা করে রাখা নেই তো? ওভার হিটিং-এর চিহ্ন আছে কি?			
১১	চ্যানেলের সুচগুলোতে কি বাংলায় নির্দেশনা লেখা আছে?			
১২	প্যানেলে কোনো যন্ত্রপাতির সরাসরি সংযোগ নেই তো?			
১৩	সব বৈদ্যুতিক সার্কিট ও সরঞ্জাম উপযুক্ত আর্থিং সহকারে স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে?			
গৃহ ব্যবস্থাপনা				
১	সেকশন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো আছে? (কোনো বর্জ্য, আবর্জনা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই)			
২	বর্জ্য, আবর্জনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাত্র রাখা আছে?			
রাসায়নিক ও দাহ্য				
১	কঠিন, তরল ও বায়বীয় দাহ্য পদার্থ সব কি ঠিকভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে?			
২	আঁচ উৎপন্ন করে এমন কিছু থেকে দূরে আছে তো? (যেমন : মুক্ত অগ্নিশিখা, উচ্চ তাপমাত্রার কোনো কিছুর উপরিতল, অরক্ষিত বৈদ্যুতিক তার, রাসায়নিক মিশ্রণের সময় স্ফুলিঙ্গ)			
৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যা পড়ে যেতে পারে এমন কিছুর নিচে রাখা নেই তো?			
৪	শীতল ও সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখা আছে তো?			
৫	জ্বলন উপাদান দূরে রাখা আছে তো?			
৬	রাসায়নিকসমূহ তাদের মূল পাত্রে রাখা আছে তো? যদি অন্য কোনো পাত্রে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই পাত্র কি যথেষ্ট উপযুক্ত? (কোমল পানীয়র পাত্রে রাখলে তা অনেকেই ভুলে পান করে ফেলতে পারে) অন্য পাত্রে রাখলে সেই পাত্র কি যথাযথভাবে লেবেল লাগানো?			
৭	রাসায়নিক সংরক্ষণ করার পাত্র ভালো অবস্থায় আছে তো?			
৮	ধারণ ক্ষমতা উল্লেখ করা আছে তো? পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা আছে তো?			
৯	রাসায়নিক এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ ও জ্বলন উপকরণ যথাযথভাবে লেবেল লাগানো আছে তো? (নির্দিষ্ট নাম ও বিপদের চিত্রলিপিসহ)			
১০	দাহ্য ও জ্বলন তরলের ছলকে পড়া অংশ দ্রুত পরিষ্কার করা হয় তো? মেঝেতে ছলকে পড়া তেল পড়ে থাকে না তো?			
১১	আবৃত ধাতুর আধারে কি তৈলাক্ত ন্যাকড়া থাকে এবং কর্মস্থল থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়?			
১২	প্রতিটি রাসায়নিকের পুরো এমএসডিএস আছে (কর্মস্থলে ও বাংলায়)?			
১৩	গ্যাসের সিলিন্ডার কি তাপ থেকে দূরে রাখা হয়? হঠাৎ যেন পড়ে না যায় এমন ব্যবস্থা কি রয়েছে?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
১৪	কর্মস্থলে কি সীমিত পরিমাণ রাসায়নিক রাখা হয়? (যেমন : দৈনিক ব্যবহারের জন্য কর্মস্থলে অল্প পরিমাণ এবং গুদাম ঘরে বেশিরভাগ রাসায়নিক রাখা হয়) উদাহরণ : স্পট ক্লিনিং রুমে অ্যাসিটোন এবং রান্না ঘরে প্রোপেন গ্যাস			
১৫	দৈনিক ব্যবহারের রাসায়নিক রাখার জন্য কর্মস্থলে নির্দিষ্ট জায়গা আছে? কর্মস্থলের মেঝে বা চলার পথে রাখা নেই তো?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : রাসায়নিক গুদাম ঘরের জন্য (পূর্ববর্তী প্রশ্নমালার মতোই : জরুরি বহিঃগমন, রাসায়নিক, অগ্নি তদন্ত, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম প্রভৃতি ও নিচের প্রশ্নমালা)				
১	রাসায়নিক গুদাম ঘর কি কর্মস্থল থেকে দূরে অবস্থিত এবং ক্যান্টিন, বয়লার রুম বা জেনারেটরের কাছে অবস্থিত নয়?			
২	রাসায়নিক গুদাম ঘরের ওপরে কি বৃষ্টির পানিরোধক ছাদ আছে যেন বৃষ্টির পানি রাসায়নিকের সাথে মিশতে না পারে?			
৩	রাসায়নিক গুদাম ঘরে ঢুকতে কি 'রাসায়নিক গুদাম', 'বিপদ চিত্রলিপি', 'ধূমপান নিষিদ্ধ', 'প্রবেশ নিষেধ' প্রভৃতি লেখা আছে?			
৪	রাসায়নিক গুদাম ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কি সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা আছে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি যথাযথ প্রশিক্ষণ নেয়া আছে?			
৫	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি শুধু সীমিত সংখ্যক লোকের প্রবেশের অনুমতি আছে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কি গুদাম তালা দিয়ে রাখা হয়?			
৬	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে?			
৭	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি পর্যাপ্তভাবে বাতাস পরিবর্তন হয়? যদি প্রাকৃতিকভাবে হাওয়া পরিবর্তন না হয় তবে এক্সস্ট ফ্যান লাগানো আছে কি?			
৮	দাহ্য রাসায়নিক কি শীতল জায়গায় রাখা আছে?			
৯	বাইরের কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সংযোগ দেয়া নেই তো? (যেমন : রাইস কুকার, হিটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি)			
ব্যবস্থাপনা				
১	প্রত্যেক রাসায়নিকের জন্য নির্দিষ্ট গুদাম আছে কি?			
২	রাসায়নিক এমন কোনো জায়গায় নেই তো যেখানে ভুলে কারো পা লাগতে পারে?			
৩	রাসায়নিকসমূহ যথাযথভাবে পৃথকীকরণ করা হয়েছে তো?			
৪	যদি রাসায়নিকসমূহকে ওপর নিচ করে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে কি তাকের ব্যবস্থা আছে?			
৫	ক্ষয়কারক রাসায়নিক নিচের দিকে রাখা হয় তো?			
৬	বিকল্প ধারণ ব্যবস্থা মজুদ আছে তো? থাকলে, পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা আছে কি?			
৭	গুদামে কি সব রাসায়নিকের বর্ণনামূলক হালনাগাদ তালিকা আছে?			
পাত্র				
১	গাড়ি থেকে রাসায়নিকের পাত্র নামানোর সময় সতর্কতার সাথে যত্নে নামানো হয়?			
জরুরি প্রস্তুতি				
১	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি আই-ওয়াশ স্টেশন আছে? পর্যাপ্ত পানি প্রেশার আছে? এটি কি সহজেই ব্যবহার যোগ্য? কোনো বাধা নেই তো?			
২	ছলকে পড়া জিনিস পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বালি বা অন্য কোনো উপকরণ মজুদ আছে?			
৩	রাসায়নিক রাখার গুদামে কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রয়োজন?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : বয়লার রুম				
১	বয়লার রুম কি পৃথক স্থানে অবস্থিত? ক্যান্টিন, রাসায়নিক গুদাম ঘর বা জেনারেটর রুমের কাছে অবস্থিত নয় তো?			
২	বয়লারের ধাতুতে কোনো ফাটল নেই তো?			
৩	পানি, জ্বালানী বা স্টিম-এ কোনো ফুটো নেই তো?			
৪	সবগুলো গজ ঠিকমতো কাজ করছে?			
৫	ওয়াটার ফিড সিস্টেম কাজ করছে?			
৬	প্রেশার রিলিফ ভাল্ভ সক্রিয় আছে?			
৭	যদি হঠাৎ অটোমেটিক লো ওয়াটার কাট অফ হয়, তবে কি বয়লার সক্রিয় থাকে?			
৮	বয়লার রুমে বা পাশে কি শুধু দৈনিক যত পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ দাহ্য বা জ্বলন উপাদান রাখা হয়?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : আয়রনিং সেকশন				
১	ব্যবহারের সময় ছাড়াও আয়রনিং প্যাডে আয়রন রাখা হয়?			
অতিরিক্ত প্রশ্নমালা : ওয়েল্ডিং/গ্রাইন্ডিং				
১	ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং করার সময় দাহ্য বা জ্বলন উপাদান কি অন্তত ১০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলা হয়?			
২	মেঝে থেকে কাগজ, কাপড়ের টুকরো সরিয়ে ফেলা হয়?			
৩	যদি দাহ্য বা জ্বলন উপাদান মুক্ত জায়গা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে কি অগ্নি প্রতিরোধক, পানির ব্যবস্থা রেখে ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং-এর কাজ করা হয়?			
৪	দৈনিক কাজ শেষ করার পর কি ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় ধরে পরীক্ষা করা হয় যে সেখানে কোনো ধূমায়িত পদার্থ নেই?			
৫	ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং-এর কাজের জায়গা থেকে কি গ্যাস সিলিন্ডার যথেষ্ট দূরে রাখা হয়?			
অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা (এই প্রশ্নসমূহ প্রশাসনিক পর্যায়ে যাচাই করা হয়, তাই আর প্রতিটি সেকশনে যাচাই করার প্রয়োজন নেই)				
১	দমকল বাহিনী কি সহজে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছতে পারে? তাদের কাছে কি পর্যাপ্ত পানি থাকে? প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কি বিশেষ কোনো সরঞ্জাম প্রয়োজন (যেমন : জ্যাকেট, ব্রিদিং অ্যাপারেটাস প্রভৃতি)?			
অনুমতি ও তদন্ত বিবরণ				
১	প্রতিষ্ঠানের কি অগ্নি নিরাপত্তার বৈধ লাইসেন্স আছে? লাইসেন্সের মেয়াদ আছে?			
২	প্রতিষ্ঠানের ভবনের বৈধ লাইসেন্স আছে? কত তলার লাইসেন্স আছে?			
৩	প্রতিষ্ঠানের কি বয়লারের বৈধ লাইসেন্স আছে?			
৪	বয়লার কি নিয়মিত তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়?			
৫	বয়লার পরিদর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে? তা কি সহজলভ্য?			
কর্মীবৃন্দ ও প্রশিক্ষণ				
১	ফ্যাক্টরিতে কি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা / অগ্নি প্রতিরোধ কর্মকর্তা আছেন? তার কি এসব কর্ম সম্পাদন করার মতো পর্যাপ্ত সময় আছে? তিনি কি যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত?			
২	ফ্যাক্টরিতে কি অগ্নি নির্বাপক ও উদ্ধারকারী দল আছে?			

নং	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	বিস্তারিত/প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
৩	অগ্নি নির্বাপকদলের কি যথাযথ প্রশিক্ষণ নেয়া আছে যে কীভাবে অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় (হাতেকলমে ব্যবহারসহ প্রশিক্ষণ)?			
৪	নতুন কর্মীবৃন্দ কি অগ্নি প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (দাহ্য ও জ্বলন পদার্থ যথাযথভাবে নাড়াচাড়া ও ব্যববহার করাসহ)?			
৫	নতুন কর্মীবৃন্দ কি অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (অপসারণ পদ্ধতিসহ)?			
৬	বর্তমান কর্মীবৃন্দ ও পরিদর্শকবৃন্দ কি অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে?			
৭	সকল কর্মীবৃন্দ কি নির্দিষ্ট সময় পর পর অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণে অংশ নেয় (অ্যালার্ম টেস্ট ও পুরো পাওয়ার শাট ডাউন-সহ অন্ত ৬ মাস পর পর)?			
৮	অগ্নি শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও অগ্নি দমন সরঞ্জাম নিয়মিত তদন্ত, পরীক্ষা, দেখাশোনা ও লিপিবদ্ধ করা হয়?			
৯	অ্যালার্ম সিস্টেম নিয়মিত পরীক্ষা ও লিপিবদ্ধ করা হয়?			
১০	একাধিক ব্যক্তি কি বয়লার পরিচালনা করতে জানেন?			
১১	যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কি নিয়মিতভাবে জেনারেটর দেখভাল করেন?			
১২	ইলেকট্রেশিয়ান কি যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত?			
পদ্ধতি ও যোগাযোগ মাধ্যম				
১	প্রতিষ্ঠানের কি জরুরি অবস্থায় দ্রুত গ্রহণীয় পদক্ষেপের কোনো পরিকল্পনা আছে (নির্গমন পথ, কর্মীবৃন্দের করণীয়, অ্যাসেম্বলি এলাকা, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, দমকল বাহিনীর টেলিফোন নম্বর এবং হাসপাতালের টেলিফোন নম্বরসহ)?			
২	ছলকে পড়া রাসায়নিক পরিষ্কার করার কোনো পদ্ধতি আছে কি?			
৩	জরুরি টেলিফোন নম্বর চোখে পড়ার মতো করে দেয়ালে কোথাও লেখা আছে কি?			
৪	সব কর্মীদের কি বলা আছে যে, যেকোনো বিপদের লক্ষণ দেখলে তা উপস্থিত সকলকে জানাতে হবে?			
৫	ফ্যাক্টরিতে কি পরামর্শ বাক্স রাখা আছে?			
৬	কর্মীদের প্রতিনিধি অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কি? তারা কি কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে তাদের ভূমিকার ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত?			
৭	নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কি কোনো পদ্ধতি আছে?			
স্ব-মূল্যায়ন				
১	ফ্যাক্টরি কি দৈনিক ও সাপ্তাহিক অগ্নি নিরাপত্তা পরীক্ষা পরিচালনা করে (চেকলিস্ট পূরণসহ)?			
২	ফ্যাক্টরি কি মাসে অন্তত একবার পুরো অগ্নি নিরাপত্তা নিরূপণ করে থাকে (চেকলিস্ট পূরণ, এই ফরম বা সমতুল্য কিছু)?			
৩	স্ব-মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?			

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

International Labour Organization